রাজ্যটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

অসম ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য, যা তার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সবুজ চা-বাগান, বিস্তৃত নদী ব্যবস্থা এবং বৈচিত্র্যময় জাতিগত সম্প্রদায়ের জন্য পরিচিত।

ভৌগলিক অবস্থান:

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত অসমের সীমানা অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ ও ভুটানের আন্তরাষ্ট্রীয় সীমানার সঙ্গে যুক্ত । রাজ্যের সমতল ভূমির মধ্য দিয়ে ভারতের অন্যতম প্রধান নদ ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হয়ে কৃষিকাজের উপযোগী উর্বর ব্রহ্মপুত্র সমভূমি সৃষ্টি করেছে। রাজ্যের দক্ষিণাংশ বরাক উপত্যকায় অবস্থিত, যার মধ্য দিয়ে বরাক নদী প্রবাহিত। রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণের পাহাড়ি অঞ্চল জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ- যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যান (যেমনঃএকশৃঙ্গ গণ্ডারের জন্য বিখ্যাত কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান)।

সংস্কৃতি ও জনমিতি:

অসমে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত এক বহু-সাংস্কৃতিক সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান। এখানকার অধিবাসীরা সামগ্রিকভাবে “অসমিয়া” নামে পরিচিত। এটি বোড়ো, মিশিং, তিওয়া, কার্বি, ডিমাসা, কাছাড়ি, রাভা এবং অন্যান্য জনজাতীয় ও অ-জনজাতীয় সম্প্রদায়ের এক সামাজিক মিশ্রণ। অসমিয়া ভাষা রাজ্যের প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম (লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা), তবে বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য অসমিয়া ভাষার বিভিন্ন উপভাষা ও নিজস্ব জনজাতীয় ভাষা ব্যবহার করে থাকে। অসম তার প্রাণবন্ত উৎসবের জন্য পরিচিত- যেমন বিহু, বৈখু, বৈসাগু ইত্যাদি- যা মূলত ফসল তোলার ঋতুকে কেন্দ্র করে উদযাপিত হয়।

অর্থনীতি:

অসমের অর্থনীতি মূলত কৃষি-নির্ভর, এবং চা এখানকার একটি প্রধান ফসল। অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন, রেশম উৎপাদন (বিশেষ করে মুগা ও এড়ি রেশম) এবং তাঁতশিল্প। ব্রহ্মপুত্র নদের মৎস্য উৎপাদন ও অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহনে সহায়তা করে। পাশাপাশি রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বন্যপ্রাণীর পর্যটন শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মোট জনসংখ্যা:

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, অসমের মোট জনসংখ্যা ৩,১২,০৫,৫৭৬ জন।

পুরুষ: ১,৫৯,৩৯,৪৪৩ জন

মহিলা: ১,৫২,৬৬,১৩৩ জন।

সাক্ষরতার হার:

২০১১ সালের ভারতের আদমশুমারি অনুযায়ী, অসমের সাক্ষরতার হার ছিল ৭২.১৯% (পুরুষ সাক্ষরতার হার ৭৭.৮৫% এবং মহিলা সাক্ষরতার হার ৬৬.২৭%)। পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে (PLFS) বা পর্যায়ক্রমিক শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৫-এর তথ্য অনুযায়ী, ৭ বছর ও তার বেশি বয়সী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অসমের সাক্ষরতার হার বেড়ে ৮৮.১% -এ দাঁড়িয়েছে।

নিচে দেওয়া (PLFS) –এর ধারাবাহিক বার্ষিক প্রতিবেদনগুলিতে এই অগ্রগতির প্রতিফলন দেখা যায়:

PLFS প্রতিবেদন	অসমের সাক্ষরতার হার (%)	ভারতের সাক্ষরতার হার (%)
PLFS ২০২১–২২	৮৭.৯০	৭৯.৭
PLFS ২০২২–২৩	৭৭.৫০	৮০.৩
PLFS ২০২৩–২৪	৮৭.০০	৮০.৯
PLFS ২০২৫	৮৮.১০	৮১.১

(তথ্যসূত্র: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2049494®=3&lang=2)

ভারতে সাক্ষরতার সংজ্ঞা

জাতীয় সাক্ষরতা লক্ষ্যকে এগিয়ে নেওয়ার একটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ হিসেবে, ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ ভারতীয় প্রেক্ষাপটের উপযোগী একটি পরিমার্জিত ও বিস্তৃত সাক্ষরতার সংজ্ঞা প্রকাশ করেছে।

এই উদ্যোগটি জাতীয় শিক্ষা নীতি (NEP) ২০২০-এর উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং উল্লাস (ULLAS) – নব ভারত সাক্ষরতা কর্মসূচি-এর অধীনে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্য রাখে। এটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) ৪.৬-কেও সমর্থন করে, যার উদ্দেশ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে সকল যুবক-যুবতী এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের সাক্ষরতা ও গণনাদক্ষতা নিশ্চিত করা। এই প্রেক্ষাপটে, বিভাগটি উপলব্ধি করেছে যে সাক্ষরতার একটি স্পষ্ট ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সংজ্ঞা প্রয়োজন, যা কেবল পড়া ও লেখার মৌলিক দক্ষতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

এখন সাক্ষরতাকে সংজ্ঞায়িত করা হবে এভাবে—"বোধগম্যতার সঙ্গে পড়তে, লিখতে এবং গণনা করতে পারার সক্ষমতা; অর্থাৎ শনাক্ত করা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং সৃষ্টিশীলভাবে প্রকাশ করতে পারা, পাশাপাশি ডিজিটাল সাক্ষরতা, আর্থিক সাক্ষরতা ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ জীবনদক্ষতা অর্জন করা।" এই দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করে যে ব্যক্তিরা সমাজে পূর্ণাঙ্গভাবে অংশগ্রহণ করতে এবং অবদান রাখতে সক্ষম হন।

ULLAS – প্রকল্প সম্পর্কে:

ULLAS (Understanding Lifelong Learning for All in Society): হচ্ছে ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রালয়ের অধীন নবভারত সাক্ষরতা কার্যক্রম হিসাবে পরিচিত শিক্ষা ও সাক্ষরতার একটি পদক্ষেপ। এর মূল লক্ষ্য হলো "জন জন সাক্ষর" (প্রত্যেক নাগরিক সাক্ষর) গড়ে তোলা। এজন্য ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তিদের জন্য স্বেচ্ছাসেবক-নেতৃত্বাধীন শিক্ষা ও আজীবন শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হয়। এই কর্মসূচি "কর্তব্য বোধ" (দায়িত্ববোধ)-এর চেতনায় পরিচালিত এবং সাক্ষরতার ঘাটতি দূর করার পাশাপাশি ব্যবহারিক ও গুরুত্বপূর্ণ জীবনদক্ষতা বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে।

ভারত সরকার ২০২২-২৭ অর্থবছরের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত "নিউ ইন্ডিয়ালিটারেসি প্রোগ্রাম (NILP)" অনুমোদন করে, যার মূল লক্ষ্য "সবার জন্য শিক্ষা"।

আসামে এই প্রকল্প ২০২৩ সাল থেকে চালু হয়েছে এবং বর্তমানে রাজ্যের ৩৪টি প্রশাসনিক জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা নীতি (NEP)-২০২০-এর সুপারিশের পাশাপাশি, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) ৪.৬-এ বলা হয়েছে— "২০৩০ সালের মধ্যে সকল যুবক-যুবতী ও প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের সাক্ষরতা ও গণনাদক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে।" তাই ২০৩০ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করে ১০০% সাক্ষরতা অর্জন করা দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

SDG-4 এর প্রধান লক্ষ্যসমূহ:

৪.১ সকলের জন্য বিনামূল্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করা।
৪.২ প্রারম্ভিক শৈশবকালীন শিক্ষা ও পরিচর্যার সুযোগ নিশ্চিত করা।
৪.৩ সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কারিগরি, বৃত্তিমূলক, উচ্চতর ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা নিশ্চিত করা।
৪.৪ কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি করা।
৪.৫ লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূর করা এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।
৪.৬ সকল যুবক-যুবতী এবং অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্কের সাক্ষরতা ও গণনা দক্ষতা নিশ্চিত করা।
৪.৭ টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করা।

NILP-এর উদ্দেশ্যসমূহ:

- মৌলিক সাক্ষরতা ও গণনাদক্ষতা (Foundational Literacy and Numeracy)
- গুরুত্বপূর্ণ জীবনদক্ষতা (Critical Life Skills)
- মৌলিক শিক্ষা বা সমমানের শিক্ষা (Basic Education/Equivalency)
- বৃত্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন (Vocational Skills Development), এবং
- অব্যাহত শিক্ষা (Continuing Education), যা ২১শ শতাব্দীর একজন নাগরিকের জন্য অপরিহার্য।

ULLAS – বাস্তবায়ন কৌশল:

১. স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন:

এই প্রকল্পটি স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন— পঞ্চম শ্রেণি ও তদূর্ধ্বশ্রেণির শিক্ষার্থীরা, শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (TEIs)-এর প্রাক-সেবাকালীন শিক্ষার্থীরা (যেমন M.Ed., B.Ed., D.El.Ed., B.T.C., J.B.T. ইত্যাদি কোর্সের শিক্ষার্থী), যা NCTE-এর অধীন, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (HEIs)-এর সদস্যবৃন্দ, NYKS, NSS, NCC প্রভৃতি সংস্থার স্বেচ্ছাসেবক, CSO-র স্বেচ্ছাসেবক, সমাজের অন্যান্য সদস্য, গৃহিণী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, শিক্ষক, পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠান PRI এর সদস্য এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।

২. নিরক্ষর ব্যক্তি ও স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষকদের (VTs) সমীক্ষা পরিচালনা:

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জেলাগুলি বিদ্যালয়পর্যায়েজরিপকারীদের চিহ্নিত ও নিয়োগ করবে, যাতে নিরক্ষর ব্যক্তি এবং স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক (VTs)-দের শনাক্ত করা যায়।

৩. নিরক্ষর (শিক্ষার্থী) এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সনাক্তকরণ:

নিরক্ষর শিক্ষার্থী ও স্বেচ্ছাসেবকদের চিহ্নিত করা হবে।

৪. ট্যাগিং, ম্যাচিং ও ব্যাচিংপ্রক্রিয়া:

সনাক্তকরণের পর ট্যাগিং, ম্যাচিং এবং ব্যাচিংপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। জরিপকারীরাউপযুক্তভাবে স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক (VTs)-দের চিহ্নিত নিরক্ষর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যুক্ত (ম্যাচ) করে ব্যাচভুক্ত করবেন।

৫. রাজ্য সাক্ষরতা কেন্দ্র (SCL):

রাজ্যিক শিক্ষা গবেষনা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদে স্থাপিত রাজ্যিক সাক্ষরতা কেন্দ্র অনলাইন ও অফলাইন এই দুই ব্যবস্থার দ্বারা প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক, নির্দেশিকা পুস্তক, প্রশ্নপত্র এবং লিখনি সম্ভার সরবরাহ করবে।

৬. শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও সনদ প্রদান:

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি বছরে দুইবার মূল্যায়ন পরীক্ষা পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে। এই পরীক্ষাগুলি সরকারি/সরকারি – সহায়তাপ্রাপ্ত বিদ্যালয়, কমিউনিটি হল অথবা বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী অন্য কোনো উপযুক্ত স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ওপেন স্কুলিং (NIOS) এবং ন্যাশনাল লিটারেসি মিশন অথরিটি (NLMA) যৌথভাবে সফল শিক্ষার্থীদের সনদপত্র প্রদান করবে।

ULLAS-এর বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ:

জাতীয় স্তর (National Level)

জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষ (NLMA): স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গভর্নিং কাউন্সিল (Governing Council - GC)

- প্রধান: শিক্ষা মন্ত্রী
- ভাইস চেয়ারম্যান: প্রতিমন্ত্রী
- সদস্য-সচিব: যুগ্ম সচিব (বয়স্ক শিক্ষা)

কার্যনির্বাহী কমিটি (Executive Committee - EC)

প্রধান: সচিব (SE & L)

সদস্য-সচিব: পরিচালক (বয়স্ক শিক্ষা)

রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল স্তর (State/UT Level)

রাজ্য সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষ (SLMA)

গভর্নিং কাউন্সিল (GC)

প্রধান: রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শিক্ষা মন্ত্রী

কার্যনির্বাহী কমিটি (EC)

প্রধান:রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শিক্ষা সচিব

জেলা স্তর (District Level)

জেলা বাস্তবায়ন কাঠামো

স্থানীয় প্রেক্ষাপট অনুযায়ী রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দ্বারা এটি পরিকল্পিত।

রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ

- এর অন্তর্ভুক্তঃ রাজ্য শিক্ষা বিভাগ DIETs, BRCs, CRCs এবং
- অন্যান্য সরকারি বিভাগ ও সংস্থা

ব্লক / স্থানীয় সংস্থা / বিদ্যালয় স্তর

- বাস্তবায়ন, পরিকল্পনা এবং পর্যবেক্ষণ গ্রামীণ এবং শহুরে উভয় অঞ্চলের জন্য

অসমে বাস্তবায়ন:

আসামে এই কর্মসূচি রাজ্য স্তরে State Literacy Mission Authority (SLMA)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা Directorate of Non-Formal and Adult Education (DNF&AE), Assam-এর অধীনে পরিচালিত। জেলা স্তরে, আসামের বিভিন্ন জেলায় সংশ্লিষ্ট District Literacy Mission Authorities (DLMA)-এর মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

প্রাইমার ও নির্দেশিকা (Guidebook)-সংক্রান্ত শিক্ষামূলক কার্যক্রমের জন্য State Council of Educational Research and Training (SCERT), যা State Centre for Literacy (SCL) হিসেবে কাজ করে, কেন্দ্র থেকে শিক্ষাসামগ্রী গ্রহণ করে এবং সেগুলো চারটি ভাষায় অনুবাদ করে। এছাড়াও, আসামের সংস্কৃতি ও প্রেক্ষাপট প্রতিফলিত করার জন্য শিক্ষাসামগ্রী গুলো উপযুক্তভাবে সংশোধন করা হয়।

প্রধান কার্যক্ষেত্র সমূহ:

মৌলিক সাক্ষরতা ও গণনাদক্ষতা (Foundational Literacy & Numeracy) : নিরক্ষর যুবক-যুবতী ও প্রাপ্তবয়স্কদের পড়া, লেখা এবং মৌলিক গণিত শেখানো।

গুরুত্বপূর্ণ জীবনদক্ষতা (Critical Life Skills): স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, আর্থিক সাক্ষরতা, ডিজিটাল দক্ষতা এবং পরিবেশগত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।

স্বেচ্ছাসেবামূলক অংশগ্রহণ (Volunteerism): শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত পেশাজীবী এবং সমাজের সদস্যদের ULLAS Mitra (স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক) হিসেবে যুক্ত করা।

স্থানীয়কৃতবিষয়বস্তু (Localized Content): অসমীয়া এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে শিক্ষাকে সাংস্কৃতিকভাবে প্রাসঙ্গিক ও সহজলভ্য করা।

অসমের জেলাগুলোর কর্মদক্ষতা:

- **শিক্ষার্থী (Learner) শনাক্তকরণ:** ১৩ মে ২০২৬ পর্যন্ত— হাইলাকান্দি এবং চরাইদেও জেলা ১০০% শিক্ষার্থী শনাক্তকরণ সম্পন্ন করেছে। গোলাঘাট এবং লখিমপুর জেলা ৮০%-এর বেশি শিক্ষার্থী শনাক্তকরণ অর্জন করেছে।

➢ **স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক (VT) শনাক্তকরণ :** ১৩ মে ২০২৬ পর্যন্ত— শুধুমাত্র হাইলাকান্দি জেলা ৮০%-এর বেশি স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক (VT) শনাক্তকরণ সম্পন্ন করেছে। অন্যান্য জেলাগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে অগ্রগতি অর্জন করছে।ভারত সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী, শিক্ষার্থী (Learners) ও স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক (Volunteer Teachers - VTs)-এর আদর্শ অনুপাত হলো ১ : ১০

অসমের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ:

➢ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর জন্য গ্রামীণ এলাকা, চা-বাগান অঞ্চল এবং চরাঞ্চলে কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

➢ অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন স্থানীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা অভিযান পরিচালনা করা হয়

অর্জনসমূহ (Achievements):

➢ এখন পর্যন্ত আসামে ULLAS-এর অধীনে ৫টি মৌলিক সাক্ষরতা ও গণনাদক্ষতা মূল্যায়ন পরীক্ষা (FLNAT) অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মিলিতভাবে ১০ লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থী এসব পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে।

➢ আসামে ULLAS প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষরতা হ্রাস, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং আজীবন শিক্ষার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সহায়তা করছে। প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক উপকরণের সমন্বয়ের মাধ্যমে এটি শিক্ষাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই করে তুলছে।

➢ আসামের অন্যতম সেরা উদ্যোগ ছিল মরিগাঁও ও বরপেটা জেলার কারাগারগুলোতে FLNAT পরিচালনা করা। সেখানে সাক্ষর বন্দিদের স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক হিসেবে যুক্ত করে নিরক্ষর বন্দি ও বিচারাধীন বন্দিদের (UTPs) শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

উপসংহার (Conclusion):

- ULLAS (Understanding Lifelong Learning for All in Society) বা NILP একটি সমন্বিত কর্মসূচি, যার লক্ষ্য "সবার জন্য শিক্ষা (Education for All)" এই মূলমন্ত্র নিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে ১০০% সাক্ষরতা অর্জন করা।

- ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে আসাম উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করছে। আশা করা হচ্ছে, খুব শীঘ্রই রাজ্যটিকে "সম্পূর্ণ সাক্ষর (Fully Literate)" রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করা হবে।
- SLMA, Assam-এর আন্তরিক ও নিরলস প্রচেষ্টার ফলে রাজ্যের হাজার হাজার নিরক্ষর মানুষ আজ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করেছে।

উল্লাস